তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৭৫

**বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, জেলহত্যা এবং ২১**

**আগস্টের গ্রেনেড হামলা একই সূত্রে গাঁথা**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা, জেল হত্যা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২১বার হত্যা চেষ্টা একই সূত্রে গাঁথা। এইসব প্রচেষ্টার পেছনে ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা, বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও সংবিধানের চার মূলনীতি ধ্বংস করে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু আদর্শের প্রতিটি সৈনিককে এই অশুভ শত্রুদের রুখতে সচেতন থাকতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড শাখা আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড শাখার প্রধান উপদেষ্টা টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো: আবদুস সবুর, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো: নুরুজ্জামান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা কেবলমাত্র স্বাধীনতাই দেননি, তিনি যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েও আইটিইউ-ইউপিইউর সদস্যপদ এবং বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনের বীজ বপন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৬ বছরের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সেই বীজ আজ বিশাল মহিরূহে রূপ নিচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ডিজিটাইজেসন ও উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই করোনাকালে গ্রামের মানুষটি পর্যন্ত উপলব্ধি করছে ডিজিটাল বাংলাদেশ না থাকলে বৈশ্বিক মহামারির এই ক্রান্তিলগ্নে মানুষের জীবনযাত্রা কতটা বিপন্ন হতো।

মন্ত্রী আরো বলেন, পঁচাত্তর থেকে ৮১সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসররা বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দেশে আসতে দেয়নি। ৮১ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর জনগণকে সংগঠিত করতে তিনি বঙ্গবন্ধুর পথে হেটেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে প্রযুক্তিবান্ধব উল্লেখ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের হাতে কম্পিউটার এবং ডায়াল আপ ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন।

আলোচনা শেষে ১৫ আগস্ট-সহ সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

শেফায়েত/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২২৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৭৪

**প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ**

**গবেষণাগার উদ্বোধন করলেন প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

সাভার, ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

সাভারে আন্তর্জাতিক মানের প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার উদ্বোধন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ সাভারে গবেষণাগারের কনফারেন্স হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ গবেষণাগার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

এ সময় প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের মাধ্যমে বিশ্ব পরিমণ্ডলের একটি নতুন অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করলাম। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্য মানসম্মত হচ্ছে কিনা এটা নির্ণয় করার জন্য মানসম্মত ল্যাবরেটরি বা কোনো ব্যবস্থা দেশে ছিল না। এই কারণে ইতোপূর্বে প্রাণিসম্পদ খাত থেকে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গবাদিপশুর খাদ্য নিয়েও আমরা প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছি।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রাণিসম্পদ রপ্তানি করে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় বাধা, পণ্যের মান পরীক্ষা না করে বিদেশে সেটি প্রেরণ করা। একারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাণিজাত খাদ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে বিশ্বমানের গবেষণাগার এটি। গবেষণাগারের জন্য মানসম্মত যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই গবেষণাগার থেকে প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করলে মানসম্মত প্রাণিজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার-সহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৭৩

**কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে**

 **-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

সাভার, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য নিরসনে প্রাণিসম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ প্রাণিসম্পদ খাতকে আজ কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এছাড়া প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সাভারে ‘প্রাণিসম্পদ উৎপাদন, উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান।

 এ সময় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৪ দশমিক শূন্য ৮ ভাগ। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ অধিদফতর দেশে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও কৃষকবান্ধব ছিলেন উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ এবং সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। বঙ্গবন্ধু প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সরকারি ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর কৃষিবিপ্লব ও সবুজবিপ্লব কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলেই আজ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

#

আরিফ/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৭২

**কৃষি খাতে দেশীয় বিনিয়োগের ওপর জোর পরিকল্পনা মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

কৃষি খাতে বিদেশি বিনিয়োগের চেয়ে দেশীয় বিনিয়োগের অধিক প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় এনইসি সম্মেলন কক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য অধ্যাপক শামসুল আলম প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন।

মন্ত্রী বলেন, Ôব্যবসা সহজীকরণের বিষয়টি আমাদের মাথায় আছে। এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে নারীর উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাল্য বিবাহ একটা অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে। এটি আমাদের উন্নয়ন করতে হবে। মন্ত্রী এ সময় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা যাতে না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্টদের সজাগ থাকতে বলেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আসাদুল ইসলাম, পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব মোঃ ইয়ামিন চৌধুরী, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি।

#

শাহেদ/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৭১

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে নাইজেরিয়ার স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যৌথভাবে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিওফ্রে অনিইয়েমা (Geoffrey Onyeama) । নাইজেরিয়ার ডাকবিভাগের পক্ষ থেকে এ স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়।

 এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, জাতির পিতার আদর্শ, ত্যাগ ও সংগ্রাম পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করতে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করায় নাইজেরিয়ার সরকারকে ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের উদ্যোগ দু’দেশের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গভীর ও দৃঢ় করবে বলে উল্লেখ করেন ড. মোমেন।

 এ সময় মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিজ ভূমি মিয়ানমারে ফেরত নেওয়ার বিষয়ে জাতিসংঘ-সহ অন্যান্য ফোরামে নাইজেরিয়ার জোরালো ভূমিকা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন ড. মোমেন। এছাড়াও নাইজেরিয়াকে আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কৃষি, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, দ্বৈত কর পরিহার-সহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে উভয় দেশ কাজ করছে।

 নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিওফ্রে অনিইয়েমা বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশ উপকৃত হবে। দু’দেশের আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ এ স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করা হয়েছে।

 এ সময় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান, নাইজেরিয়া পোস্টাল সার্ভিসের মহাপরিচালক Dr. Ismail Abebaya Adewusi-সহ উভয় দেশের ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এবং নাইজেরিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিরা সংযুক্ত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৭০

**১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে জিয়াউর রহমান**

 **-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী খন্দকার মোশতাক। আর পর্দার আড়ালে থেকে খুনি মোশতাকের এক নম্বর সহযোগী হয়ে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে জিয়াউর রহমান। কমিশন গঠন করে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সকল নেপথ্য কুশীলবদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। খুনি মোশতাক ও খুনি জিয়ার মরণোত্তর বিচার করে ফাঁসি দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয় থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আওয়ামী শিল্পগোষ্ঠী আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশ উল্টো পথে চলতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের গগণবিদারী ‘জয়বাংলা’শ্লোগানকে বাংলাদেশ জিন্দাবাদে পরিণত করা হয়। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত ফাঁসির আসামিদের মাফ করে দেয়। যুদ্ধাপরাধী ও কুখ্যাত রাজাকার শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে। ইনডেমনিটি আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনিদের পুরস্কৃত করে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়োগ দেওয়া হয়। খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের উত্তরাধিকারী উল্লেখ করে এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২১ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী খালেদাও ক্ষমতায় এসে রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড, জেল হত্যাকাণ্ড ও ২১ আগস্টের খুনিরা একই।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭১ সালে সংস্কৃতিকর্মীরা গান, নাটক ও কবিতার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির অন্তপ্রাণ। তিনি ১৯৭৪ সালে শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

আওয়ামী শিল্পগোষ্ঠীর সভাপতি সালাউদ্দিন বাদলের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফী, ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আশিকুর রহমান চৌধুরী লাভলু, কাউন্সিলর সারোয়ার হাসান আলো ও স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী শিবু রায়।

#

আলমগীর/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬৯

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সেবা ডিজিটাইজেশনের উদ্বোধন

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 সরকারের মাইগভ প্ল্যাটফর্মের আওতায় র‌্যাপিড ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সেবা ডিজিটাইজেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একত্রে এসব সেবা উদ্বোধন করেন।

 এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেবাগ্রহীতাগণ নাম গেজেটে অন্তর্ভুক্তকরণ, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্তি, মুক্তিযোদ্ধা সনদের তথ্য সংশোধন-সহ প্রায় সকল বিষয়ে অত্যন্ত সহজে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবার আবেদন, সেবা সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট, সেবার অগ্রগতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সেবাগ্রহীতা ৫টি এক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে (মাইগভ ওয়েব, মাইগভ অ্যাপ, ৩৩৩, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে) সম্পাদন করতে পারবেন।

 এটি শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রার পথে এক যুগান্তকারী মাইলফলক। রূপান্তিত ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে সেবা গ্রহীতারা একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে জানতে পারবেন কোথায়/কীভাবে/কখন সংশ্লিষ্ট পরিষেবা পাওয়া যাবে। এর ফলে সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারী উভয়ের সময় ও অর্থের অপচয় কমে আসবে।

 আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, এর ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং কষ্ট করে আর সেবার জন্য ঘুরতে হবে না। মন্ত্রী এ সফল কার্যক্রমের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে কে ধন্যবাদ জানান।

 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালভাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ-সহ অন্যান্যদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬৮

চলতি বছরে সারের চাহিদা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 নিবিড় ও সম্প্রসারিত চাষাবাদের প্রয়োজনে সম্প্রতি চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে অতিরিক্ত ১ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া ও ১ লাখ মেট্রিক টন ডিএপি সার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জরুরিভিত্তিতে সংগ্রহ করা হবে।

 অতিরিক্ত এ ইউরিয়া সার বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং ডিএপি সার কৃষি মন্ত্রণালয় সংগ্রহ করবে। এ সার ফসল উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

 এর আগে চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছিল ইউরিয়া ২৪ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন এবং ডিএপি ১৩ লাখ মেট্রিক টন। এখন চাহিদা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ইউরিয়া ২৫ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন এবং ডিএপি ১৪ লাখ মেট্রিক টন।

#

কামরুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬৭

যত দ্রুত ভ্যাকসিন ট্রায়াল সম্পন্ন হবে,

তত দ্রুত দেশে ভ্যাকসিন টিকা প্রয়োগ শুরু হবে

 --স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘করোনা প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ট্রায়ালে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিন ট্রায়ালে ভারত-সহ অন্য কোনো দেশ আগ্রহ দেখালে সরকার তার কার্যকারিতা যাচাই করে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক থাকবে। এর আগে চায়না কোম্পানি সায়নোভ্যাক দেশে ভ্যাকসিন ট্রায়ালে অংশ নিতে আইসিডিডিআর,বি এর মাধ্যমে যে আবেদন করেছিল সেটির কার্যকারিতা নিয়ে সরকারের নানাবিধ বিশ্লেষণ শেষে চায়না কোম্পানিটিকে ভ্যাকসিন ট্রায়ালের অনুমোদন দেওয়া হলো। যত দ্রুত ভ্যাকসিন ট্রায়াল সম্পন্ন হবে তত দ্রুত দেশ ভ্যাকসিন টিকা প্রাপ্ত হবে।’

 আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘ভ্যাকসিন ট্রায়াল ও তার অগ্রগতি সংক্রান্ত এক বৈঠক শেষে সংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

 অন্য কোনো দেশের ট্রায়াল বাংলাদেশে হবে কি-না এমন প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশে^র ৮টি কোম্পানি ভ্যাকসিন ট্রায়ালের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে ট্রায়ালের আগ্রহ দেখালে বাংলাদেশ তা বিবেচনা করবে। ভ্যাকসিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আগ্রহ কতটুকু এমন প্রশ্নের উত্তরে জাহিদ মালেক বলেন, ‘বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে কিছু ভ্যাকসিন ফ্রি পাবে। তবে সরকার কেবল ফ্রি ভ্যাকসিন পেতেই বসে থাকবে না। সরকার ভ্যাকসিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকবে না।

 স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, আইসিডিডিআর,বি এর পরিচালক, ইপিআই-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইসিডিডিআর,বি এর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফিরদৌসি কাদেরী, ড. খালিকুজ্জামান, ড. তাজুল ইসলাম বারী প্রমুখ।

 সভায় অনলাইন ‘জুম’ এর মাধ্যমে অংশ নেন চীনা রাষ্ট্রদূত লি কিমিং।

#

মাইদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬৬

স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাইকার প্রধান প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সাথে জাপান ইন্টান্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি-জাইকা’র বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রধান প্রতিনিধি হায়াকাওয়া ইউহো সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

 আজ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর নিজ কক্ষে এসে হায়াকাওয়া ইউহো এবং অন্য সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে হায়াকাওয়া ইউহো জাইকার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন বাংলাদেশে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয় দুই হাজার ডলার ছাড়িয়েছে । তিনি বলেন, বাংলাদেশে অবকাঠামোর উন্নয়ন ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন-সহ সরকারি-বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বিরাজ করছে। তাই জাপান সরকার এবং জাপানের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ-জাপান দীর্ঘদিনের বন্ধন আগামীতে আরো সুদৃঢ় হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মোঃ তাজুল ইসলাম। বাংলাদেশে জাপান সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং দেশের সার্বিক পরিবেশ ইতিবাচক থাকায় বিনিয়োগে তার সরকার আগ্রহী বলেও মন্ত্রীকে জানান জাইকা প্রতিনিধি।

 সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনসাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬৫

**বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর সাথে ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলীর সাথে আজ সচিবালয়ে তার দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাস সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে পর্যটন ও এভিয়েশন খাতের উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা হয়।

 সাক্ষাৎকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অবদানের কথা বাংলাদেশ সবসময়ই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দিন দিন এই সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হচ্ছে। শক্তিশালী সম্পর্ক দুই দেশের জনগণের কল্যাণে ভূমিকা রাখবে।

 মাহবুব আলী বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রগুলোর জনগণের পারস্পরিক ভ্রমণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পর্যটন শিল্প কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। পর্যটন ও এভিয়েশন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা উভয়ের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। এ সময় রিভা গাঙ্গুলি বলেন, বাংলাদেশ পর্যটনের অপার সম্ভাবনার একটি দেশ। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পর্যটন সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনাও প্রচুর। ভারতীয় অনুদানে রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়ির অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। তা সমাপ্তির পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশাল সংখ্যক মানুষ তা দেখতে বাংলাদেশ ভ্রমণ করবে।

 সাক্ষাৎকালে ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোভিড-১৯ এর কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালু করার প্রস্তাব দেন। এ সময়ে বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের উন্নয়নে কাজ করার ব্যাপারে ভারতের আগ্রহের কথাও তিনি প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন। জবাবে প্রতিমন্ত্রী বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালু করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিলেট-লন্ডন সরাসরি বিমান চলাচল দ্রুত শুরু হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের অধিবাসীদের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে। জবাবে ভারতীয় হাইকমিশনার একমত পোষণ করেন।

#

তানভীর/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৬৪

**বান্দরবানে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

বান্দরবান শহরের পূরবী বার্মিজ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা করলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

আজ সকালে বান্দরবানে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পূরবী বার্মিজ মার্কেট পরিদর্শন ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী। এ সময় তিনি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩২ জন ব্যবসায়ীর মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জনপ্রতি ২০ হাজার টাকা এবং ৪০ কেজি করে চাল প্রদান করেন।

মন্ত্রী বলেন, বান্দরবানে পর্যটন বিকাশে পূরবী বার্মিজ মার্কেটের ভূমিকা রয়েছে। পূরবী বার্মিজ মার্কেট পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পর্যটন একদিকে দেশকে দেয় সমৃদ্ধি অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

 বীর বাহাদুর আরো বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আন্তরিক। বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবকাঠামোসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে, ফলে পর্যটন বিকশিত হচ্ছে। তিনি এ সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে বলে জানান।

পুলিশ সুপার জেরিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ, পৌর মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য কাজল কান্তি দাশসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বৈদ্যুতিক শটসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডে বান্দরবান শহরের পূরবী বার্মিজ মার্কেটের ৩২টি দোকান পুড়ে যায়।

#

নাছির/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৬৩

**হত্যা-গুমের ওপরই বিএনপির রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, হত্যা-গুমের ওপরই বিএনপির রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও প্রদর্শক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাম্প্রতিক মন্তব্য ‘আওয়ামী লীগ অবলীলায় হত্যা, খুন, গুম করে যাচ্ছে’ -এর জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি পুরো দলটাই তো হত্যার রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জিয়াউর রহমান নিজে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত। হত্যার মাধ্যমেই জিয়াউর রহমানের উত্থান এবং হত্যার মাধ্যমেই জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় টিকেছিল। সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনীর কয়েক হাজার অফিসার এবং জওয়ানকে হত্যা করে ক্ষমতায় টিকে থেকে পরবর্তীতে নিজেও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।’

‘বিএনপি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচারটাও করে নাই, জিয়াউর রহমানের হত্যার পর তারা আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একবার ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দুইবার ক্ষমতায় ছিল, তখনও তারা জিয়া হত্যার বিচার করে নাই’, বলেন ড. হাছান।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন বাংলাদেশে যে গুম, খুন হয়েছে, সেটি নজিরবিহীন। আপনাদের মনে আছে, ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ সালে অপারেশন ক্লিনহার্ট পরিচালনা করা হয়েছিল। তখন ডজন-ডজন মানুষ হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার জন্য আবার সংসদে ইমডেমনেটি দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না।

যেভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৯ সালের পার্লামেন্টে তারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার জন্য ইমডেমনেটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করেছিল, একই কাজ বেগম খালেদা জিয়া করেছিল ২০০২ সালে।’

‘বিএনপি, যাদের রাজনীতিটাই হত্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা যখন এ নিয়ে কথা বলেন তখন সেটি হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার যে কোনো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে।

বিএনপি রাজপথে আন্দোলনে নামতে পারে -বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর এমন মন্তব্যের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এখন দেশে এবং সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের মারাত্মক প্রাদুর্ভাবে মানুষের জীবন পর্যুদস্ত, প্রায় সব দেশেই অর্থনীতি স্থবির হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে আমাদের দেশে অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে, গত বছরের জুলাই’র তুলনায় এ বছরের জুলাই মাসে আমাদের রপ্তানি ১৩ শতাংশ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের সাংগঠনিক কর্মসূচিও আমরা সীমিত করে ফেলেছি ।

এই পরিস্থিতিতে তারাই রাজপথে নামার কথা বলতে পারে, যারা শুধু নিজের দলের স্বার্থের কথা ভাবে এবং নিজেদের নিয়ে ভাবে, জনগণ নিয়ে ভাবে না, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

তিনি বলেন, ‘বিএনপির গত সাড়ে এগারো বছরের রাজনৈতিক চিন্তা, চেতনা, কর্মসূচির ক্ষেত্রে আমি যেটি ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা মনে করি, তারা কখনো জনগণের কথা ভাবেনি, তারা সবসময় ভেবেছে নিজেদের দলের কথা, কিভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে, কিভাবে যে কোনোভাবে সরকারকে ফেলে দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে। সেজন্য তাদের সমস্ত আন্দোলন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন -এই নিয়ে অথবা তারেক জিয়া বা বেগম খালেদা জিয়ার মামলা-শাস্তি নিয়েই। তারা যে দেশের জনগণকে নিয়ে ভাবে না- সেটিরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে রিজভী আহমেদের বক্তব্য।’

**১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের পর সিনেমা হল খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত**

চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের পর সিনেমা হল কবে খোলা যেতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও প্রদর্শক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় শেষে তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সুদীপ্ত কুমার দাস, চলচ্চিত্র পরিচালক বদিউল আলম খোকন, কবিরুল ইসলাম রানা, আব্দুস সামাদ খোকন, মুস্তাফিজুর রহমান মানিক, চলচ্চিত্র প্রদর্শক মিঞা আলাউদ্দিন ও আওলাদ হোসেন প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সিনেমা হলগুলো খোলার ব্যাপারে চলচ্চিত্র শিল্পের অংশীজনদের সাথে ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে হল খোলাটা কতটুকু যৌক্তিক হবে, সেটি একটি বড় প্রশ্ন। ভারতে এখনো সিনেমা হল খোলে নাই। সেখানে সিনেমার দর্শক অনেক বেশি। আবার এখন সিনেমা হল খুললে সেখানে দর্শক যাবে কি না, সেটিও একটি প্রশ্ন। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী মাসের ১৫ তারিখের পরে আমরা বসে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, কখন থেকে হলগুলো খোলা যায়।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্র শিল্পের গৌরব ফিরিয়ে আনতে বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হল চালু করা এবং সিনেমা হলগুলোর আধুনিকায়নে স্বল্পসুদ ও দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংক ঋণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন বলে জানান ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬২

গণপূর্তের বদলি কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সকল প্রকার বদলি/পদায়ন কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ আজ সচিবালয়ে এ স্থগিতাদেশ প্রদান করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি বা পদায়ন করা যাবে না। তবে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী একই কর্মস্থলে তিন বছর বা তার অধিক সময় ধরে কর্মরত আছেন তাদেরকে জনস্বার্থে বদলি করা যাবে। তাছাড়া পদ খালি থাকা সাপেক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি/পদায়ন করা যাবে।

 শরীফ আহমেদ আরো বলেন কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ বরদাশত করা হবে না। গণপূর্ত অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত, স্ব”ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তিনি এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

রেজাউল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬১

বাংলাদেশে বিদেশি শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

 -- শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 করোনা পরবর্তী পরিস্থতিতে বাংলাদেশে বিদেশি শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, এ সুযোগ কাজে লাগাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর পাশাপাশি অন্যান্য নিয়ম-কানুন সহজ করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানরা উপস্হিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকরা ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিক শিল্পনগরী এবং বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য চিনিকলের অব্যবহৃত জমিতে শিল্প স্থাপনের সুযোগ করে দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা করতে হবে। বর্তমান সরকার দেশেই নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি উৎপাদন করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে অটোমোবাইল শিল্পনীতি হ”েছ। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আমদানিবিকল্প পণ্য উৎপাদনে হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতের বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগানো হবে।

 সভায় জানানো হয়, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ৭টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। এসব টিম প্রতিমাসে সরেজমিনে প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সমস্যা চিহ্নিত করে এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। এর ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যে কোনো সমস্যা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

 বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, চিনিকলসমূহের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে আখের উন্নত জাত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী অডিট টিম গঠন করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাইয়ের পরামর্শ প্রদান করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নতুন চিনিকল স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশনা দেন।

বিটাকের ভিশনারি মাস্টারপ্ল্যান ২০৩০ এর ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

 পরে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর উদ্যোগে গৃহীত ভিশনারি মাস্টার প্ল্যান ২০৩০ এর ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়।

 কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর সাথে সমন্বয় রেখে বিটাকের উদ্যোগে শিল্প উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী জনশক্তি তৈরিতে বিটাককে সর্বাধুনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের পরামর্শ দেন।

 কর্মশালায় জানানো হয়, যুগের চাহিদা অনুসারে দক্ষ চতুর্থ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্কে ১০০ একর জায়গায় বিটাকের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি অত্যাধুনিক কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে।

#

মাসুম/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২৬০

 **কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র ( ২৭ আগস্ট) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ১২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৪৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৪ হাজার ৫৮৩ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ৪ হাজার ১২৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৯৩ হাজার ৪৫৮ জন।

#

কাদের/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩২৫৯

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়লো**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে কওমি মাদ্রাসা ছাড়া দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের  চলমান ছুটি আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

 আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের অংশগ্রহণে করোনাকালীন ও করোনা পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এক অনলাইন সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এতে সভাপতিত্ব করেন।

 সভায় করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে উজ্জীবিত রাখতে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। করোনাকালীন ও করোনা পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কি ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে তা নিয়ে  শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

 শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় যুক্ত ছিলেন।

 করোনা পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক না হয় সেক্ষেত্রে এইচএসসি পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণের বিষয়ে বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি কি হতে পারে সে বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তাদেরকে সভায় নির্দেশ দেয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনলাইন কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

 #

খায়ের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২০/১৬৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৫৮

**৩ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ১২ ভাদ্র (২৭ আগস্ট) :

 করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন বন্ধ থাকবে। এ সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেদের ও অন্যদের সুরক্ষার লক্ষ্যে নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষার্থীরা যেন বাসায় অবস্থান করে তা নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি বিষয়টি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য স্হানীয় প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষার্থীরা যাতে বাসস্থানে অবস্থান করে নিজ নিজ পাঠ্যবই অধ্যয়ন করে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের মাধ্যমে নিশ্চিত করার জন্য প্রধান শিক্ষকদের প্রতিও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ মেনে চলার জন্যেও মন্ত্রণালয় অনুরোধ করেছে।

#

রবীন্দ্রনাথ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                        নম্বর : ৩২৫৭

টোকিওতে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত নিয়ে অনলাইন সেমিনার

ঢাকা, ২৭ আগস্ট :

 বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা নিয়ে আজ টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও ফুজিতসু রিসার্চ ইন্সটিটিউট যৌথভাবে একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং একই বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জাফর উদ্দিন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, টোকিও দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফায়ারস ড. শাহিদা আকতার যোগদান করেন। সেমিনারে বাংলাদেশের ৫০ টি আইটি প্রতিষ্ঠান এবং জাপানের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

 সেমিনারে প্রদত্ত স্বাগত বক্তব্যে চার্জ দ্যা অ্যাফায়ারস ড. শাহিদা আকতার সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান।

 ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা ও অবারিত সুযোগ সুবিধাগুলো সবার কাছে তুলে ধরেন। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের পথ সুগম করতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন হাইটেক পার্ক, কর সুবিধা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস ইত্যাদি বর্ণনা করেন প্রতিমন্ত্রী। এসময় প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের যৌক্তিকতাও তুলে ধরেন। তিনি জাপানি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরো বেশি বিনিয়োগের এবং বাংলাদেশ থেকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল নিয়োগের আহ্বান জানান।

 পরে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম হাই-টেক পার্ক থেকে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা ও সেবাসমূহ বর্ণনা করেন। অন্যান্যের মধ্যে আরো আলোচনা করেন সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব জাফর উদ্দিন; তারা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ও গতিধারা তুলে ধরেন এবং জাপানি বিনিয়োগকারীদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনলাইন এই আলোচনায় আরো অংশ নেন জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অরগানাজেশন (জেট্রো)র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইউজি আন্দো, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সির (জাইকা) উপপরিচালক সিইকো ইয়ামাবে, জাপান ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (জিসা) মাসাইউকি ওসুকা, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস (বেসিস) এর আলমাশ কবির এবং ফুজিতসু রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পক্ষে মাইদুল ইসলাম।

 পৃথক এক উপস্থাপনায় জাপান-বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি সহযোগিতা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং জাপানে বাংলাদেশের দক্ষ আইটি প্রফেশনালদের চাকরির সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন তারেক রাফি ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং হাই-টেক পার্কের ওপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৫৬ ঘণ্টা

Handout Number: 3256

**Foreign Minister invites more Swiss investment**

Dhaka, 27 August :

 Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen requested the new Swiss Ambassador to Bangladesh Ms. Nathalie Chuard to encourage Swiss investors to invest in the Hi-tech parks of Bangladesh.

 The new Swiss Ambassador paid a courtesy call on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the State Guest House, Jamuna yesterday.

 Foreign Minister briefed her about Bangladesh’s tremendous socio-economic developments, particularly during the last one decade under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Referring to Prime Minister’s vision of a ‘Digital Bangladesh’, Dr. Momen informed the Swiss diplomat of Bangladesh’s growing capabilities in ICT sector. He mentioned that Bangladesh is developing 28 Hi-tech parks and has a huge pool of IT professionals.

 Praising precision and high-quality of the Swiss products, Foreign Minister invites Swiss investors to set up manufacturing factories in the Special Economic Zones (SEZs) of Bangladesh, taking advantage of various incentive packages that are on offer for FDI, Bangladesh’s demographic dividend and a growing middle class population. Besides, such Swiss investment would enable Bangladeshi workers to learn from the Swiss manufacturing expertise, Foreign Minister added. He further pointed out that alongside the Ready-made garments sector; pharmaceutical and leather sectors are two other emerging export-oriented sectors of Bangladesh, and urged Switzerland to import more of these products from Bangladesh.

 Although 25 August marked third anniversary of the latest Rohingya influx to Bangladesh, not a single Rohingya could be repatriated yet due to lack of political will and decisive action on the part of Myanmar despite agreed commitments of Myanmar, underscored Dr. Momen.

 Appreciating Switzerland’s continued support to resolve the Rohingya crisis, and Foreign Minister sought international community including Switzerland’s stronger role in ensuring sustainable repatriation of Rohingyas at the earliest. The issue of justice for the victims and accountability for the atrocities committed was also highlighted by Dr. Momen. The Swiss Ambassador assured of her country’s strong commitment in this regard.

 Dr. Momen informed the Swiss envoy that currently Bangladesh is the President of Climate Vulnerable Forum (CVF). He said that despite international commitment for mobilizing USD 100 billion per year by 2020 for adaptation and mitigation of the negative impacts of climate change, the present situation of climate finance is in a bad shape. He urged Switzerland and other developed countries and international partners to mobilize more financial resources to address this global challenge collectively.

 The new Swiss Ambassador also called on State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam, and Foreign Secretary Masud Bin Momen yesterday at the Ministry of Foreign Affairs. The Swiss Ambassador was assured of best of cooperation during her tour of duty in Bangladesh.

#

Tohidul/Anasuya/Parikshit/Zasim/Shamim/2020/1301 hours